■ ২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসা বীরভূম তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য রবি মুর্মুকে গ্রেপ্তার করল ইলামবাজার থানা

শনিবার দুপুরে কেলকাতায় কিছু এলাকায় নামে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ছাতা মাথায় গন্তব্যের দিকে

# এই শহর

■ কয়েক সপ্তাহেই খসড়া চূড়ান্ত? রাজ্যে নয়া শিল্পনীতি চালু নিয়ে আশাসবাণী শমীকের। পৃষ্ঠা ১১

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের রেলিকাতা বিনিময়ে তারকেশ্বরের পথে ভক্তরা



# মেট্রোপলিটনেই অফিস সাজছে বিদ্রোহী তৃণমূলের

প্রভাসের মৃত্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত চান মানবাধিকারকর্মী সুজাত ভদ্র

বিদ্রোহী শিবিরের স্থায়ীঘ কর্মসমিতির বৈঠক হচ্ছে এই ভবনে

**এই সময়:** কলকাতা পুরসভার ডিজিটিসেল প্রক্রিয়ায় কসবা ও বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকাতেই ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়তে পারে। ডিজিটিসেলের নতুন ওয়ার্ড বিন্যাসের খসড়া শনিবার পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেনি পুরসভা। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন একাকিক মন্তব্যের ফেনবুক পেজে প্রস্তাবিত ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা বলে দাবি করে গুজব দিনভ চোটই হয়েছে (যার সত্যতা 'এই সময়' যাচাই করেনি)। তবে এই দিনভ্রুবির কতটা ঠিক, তা স্পষ্ট নয়।

একাকিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিজিটিসেলের প্রক্রিয়ায় কসবা ও বেহালা পশ্চিমের ওয়ার্ড-সংখ্যা বেড়ে ১৭ হতে পারে। পুরসভার ছটি ওয়ার্ড বর্তমানে কসবা বিধানসভা এলাকায় রয়েছে। বেহালা পশ্চিমে ওয়ার্ড আছে ১০টি। যাদবপুর এবং বেহালা পূর্ব বিধানসভায় ওয়ার্ড বেড়ে ১৮ হতে পারে। যাদবপুর বিধানসভার অন্তত এমন আছে পুরসভার ১০টি ওয়ার্ড। গুরুপ্রসাদ পার্কে ১১টি ওয়ার্ড আছে। কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় এখনকার ছটি থেকে বেড়ে ১১টি ওয়ার্ড হতে পারে।

কলকাতায় গেরুয়া শিবিরের একাকিক মন্তব্য এবং ওয়ার্ড কমিটির ফেসবুকে পেজে ডিজিটিসেলের খসড়া তালিকা এবং গুজব দিনভ চোটই হলেও মহানগরের একাকিক বিজেপি বিধায়ক এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। উত্তর কলকাতার এক বিজেপি বিধায়কের ওখায়, ডিজিটিসেলের কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ২০০টি হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে জেটিয়ের সংখ্যা ১৯ হাজারের আশপাশে থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়েছে কি না, জানা নেই।

বর্তমানে কলকাতা পুরসভার মোট ওয়ার্ড ১৭টি বিধানসভার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বিধানসভাগুলি হলো— কসবা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ, কলকাতা পোর্ট, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, পুরসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির প্রাক্তন সদস্য অরুণ চক্রবর্তির পর্যবেক্ষণ, 'বিচারবিভাগীয় তদন্ত' তালিকা পুরসভা অফিসিয়াল প্রকাশ করেছে কি না, জানি না। তবে যে তথ্য আমার কাছে এসেছে, সেখানে কিছু ত্রুটি নজরে পড়েছে। আমার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অর্থ কার্যত ছিনিয়েনেল অবস্থায় রয়েছে।' বেহালা পশ্চিম ও কসবা বিধানসভায় যেমন ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তে পারে, তেমনই রাসবিহারী কেন্দ্রের সবচেয়ে কম ওয়ার্ড বাড়বে বলে খবর। ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ১৮ হতে পারে। তবে যে তথ্য আমার কাছে এসেছে, সেখানে কিছু ত্রুটি নজরে পড়েছে। আমার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অর্থ কার্যত ছিনিয়েনেল অবস্থায় রয়েছে।' বেহালা পশ্চিম ও কসবা বিধানসভায় যেমন ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তে পারে, তেমনই রাসবিহারী কেন্দ্রের সবচেয়ে কম ওয়ার্ড বাড়বে বলে খবর। ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ১৮ হতে পারে।

## ▶ প্রথম পাতার পর

কাজে লাগিয়ে উমেশ ও তাঁর ছেলেকে হাদিয়াপ্রে ফেলার প্ল্যান হয়েছিল। শনিবার ধৃত তরুণীকে পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠান বিচারক গোয়েন্দার দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসটিএফ সূত্রে খবর, অপিয়ার কাছ থেকে দু'টি মোবাইল-সমেত বেশ কয়েকটি সিম কার্ড মিলেছে। এর মধ্যে হাওড়া টিপি কলেজের বাণিজ্য শাখার ছাত্র ছিল হামিম। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়েই কলেজ ছাড়ে সে। বাবার কাপড়ের ব্যবসা থাকলেও তাতে হামিমের তেমন মন ছিল না। অন্য দিকে, মাসিসঁর কাজের সন্ধান করছিল অপিয়া। সেই সময়ে দু'জনের সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয়। পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। হাদিয়াপ্রের ফাঁদে ফেলে একাকিক অর্থ উপার্জন, অন্য দিকে পর্ণশকারত তথ্য সংগ্রহের কাজ যৌথভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল তারা।

### আইএসআই ও ভাট্টি গ্যাং

এ রাজ্যের নানা জায়গায় বেশ ক'জন গুরুন ও তরুণীর সঙ্গে আইএসআই বিভিন্ন গ্রুপ বানিয়ে 'এনক্রিপ্টেড চ্যাটের' মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত বলে দাবি এসটিএফের। সূত্রের খবর, এই গ্রুপে রিনেল, মেক্সিকো-সহ বিভিন্ন নম্বরের সিম কার্ডের ব্যবহার করা হচ্ছিল। হামিম ও অপিয়ার জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, 'রানা', 'উজ়েইরে', 'আদিব জাঙ ৩৩৩' এবং 'হামান' নাম পাকিস্তানি হ্যান্ডলারের নিয়মিত যোগাযোগ নাম্বার। দুর্তিম নাম ধরে ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসআপ, এনিমেস এবং, টেলিগ্রামেও যোগাযোগ করা হয়েছিল। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এতে সরাসরি যুক্ত থাকে তদন্তকারীরা মনে করছেন। এই বিষয়ে সম্পর্কের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত রয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

### টার্গেট দিল্লির আন্দোলন

'নিচ' নিয়ে বিতর্কে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দিল্লিতে জোর-দি আন্দোলনের অশান্তির বড় ধরনের ছক ছিল বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। এসটিএফ সূত্রে খবর, এই কাজের জন্য হামিমকে 'টাক' দেওয়া হয়েছিল, পুলিশের ডিসি জোগাড় করার। সেই ডিসি পরে মিলিয়ে বাসেলা পাকিয়ে আন্দোলনকে বিপথে চালনা করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই ছাঁচ সফল হয়নি। সে বিষয়ের বিস্তারিত জানতে হামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেটাবের নাকি, শুধু মুখমন্ত্রী নন, জঙ্গিদের নিশানায় রয়েছে রাজ্যের বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক এবং রাজনৈতিক দলের। তবে, হামিমকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অভেন্তু গতিবিধির উপরে নজর রাখতে। মুখ্যমন্ত্রী ভোটার 'আনগাউডে' থাকতে পারেন কি না, এমন সম্ভাব্য জায়গাগুলির তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল তাকে।

### দেশবিরোধী! অবাক পরিবার

হামিমের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী কাজের অভিযোগ ওঠায় বিস্মিত পরিবারের সদস্যরা। তার বাবা মিনিলদ্দিন মন্ডল বলেন, 'ছেলে হয়তো কোনও অপরাধ করেছে, না হলে পুলিশ কেন ধরবে? অপিয়ার সঙ্গে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, আমরা সেটা জানতাম। একবার ওদের মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। তার পরে হামিম কথা বলা বন্ধ করে দিল অপিয়া আমায় ফোন করেছিল।' তার সংযোজন, 'গত ৪ বছরের মধ্যে আমার ছেলে রাজ্যের বাইরে কোথাও যায়নি। এখন কী ভাবে যন্ত্রর মজা থেকে কাশ্মীরের রেখা সামনে এলো, তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে ও মোবাইল নিয়ে সব সময়ে ব্যস্ত থাকত। অপিয়ার সঙ্গে অনেক সময়ে পিকনিক অন করে আমাদের সামনেও কথা বলেছে। আমরা ওদের বিয়ে নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করছিলাম।' আমার ছেলের বয়স ২৪। ওর মগজ ধোলাই হয়েছে। ছেলের জীবনের কথা ভেবে সরকার যেন ওকে ক্ষমা করে দেয়।'

# ডিলিমিটেশনে বেশি ওয়ার্ড বাড়ছে কসবা ও বেহালায়?

**এই সময়:** কলকাতা পুরসভার ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় কসবা ও বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকাতেই ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়তে পারে। ডিলিমিটেশনের নতুন ওয়ার্ড বিন্যাসের খসড়া শনিবার পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেনি পুরসভা। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্নপি একাকিক মন্তব্যের ফেনবুক পেজে প্রস্তাবিত ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা বলে দাবি করে গুজব দিনভ চোটই হয়েছে (যার সত্যতা 'এই সময়' যাচাই করেনি)। তবে এই দিনভ্রুবির কতটা ঠিক, তা স্পষ্ট নয়।

একাকিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় কসবা ও বেহালা পশ্চিমে ওয়ার্ড-সংখ্যা বেড়ে ১৭ হতে পারে। পুরসভার ছটি ওয়ার্ড বর্তমানে কসবা বিধানসভা এলাকায় রয়েছে। বেহালা পশ্চিমে ওয়ার্ড আছে ১০টি। যাদবপুর এবং বেহালা পূর্ব বিধানসভায় ওয়ার্ড বেড়ে ১৮ হতে পারে। যাদবপুর বিধানসভার অন্তত এমন আছে পুরসভার ১০টি ওয়ার্ড। গুরুপ্রসাদ পার্কে ১১টি ওয়ার্ড আছে। কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় এখনকার ছটি থেকে বেড়ে ১১টি ওয়ার্ড হতে পারে।

কলকাতায় গেরুয়া শিবিরের একাকিক মন্তব্য এবং ওয়ার্ড কমিটির ফেসবুকে পেজে ডিলিমিটেশনের খসড়া তালিকা এবং গুজব দিনভ চোটই হলেও মহানগরের একাকিক বিজেপি বিধায়ক এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। উত্তর কলকাতার এক বিজেপি বিধায়কের ওখায়, 'ডিলিমিটেশনে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ২০০টি হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে জেটিয়ের সংখ্যা ১৯ হাজারের আশপাশে থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়েছে কি না, জানা নেই।'

## কলকাতা পুরসভা

জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়া।

তৃণমূলের একাকিক শিবিরের বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'বেলেঘাটায় এখন আটটি ওয়ার্ড রয়েছে, ডিলিমিটেশনে তা বেড়ে ১২ হতে পারে শুধু। কী ভাবে ডিলিমিটেশন হচ্ছে, সেটাই জানতে চাই। টেবিলে বসে ওয়ার্ডভিত্তিক কাটাছেঁড়া চলছে? পুরো আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চলছে?'

## ছক হামিম-অর্পিতার

সমর্থন বেশ কিছু সূত্র মিলেছে। তা থেকেই এমন সন্তানবনা বিষয়টি উঠে আসছে থেকে জানান আইজি এসটিএফ গৌরব। হামিমের কি কোনও জমায়েত বা মিছিলে পেট্রল বোমা নিয়ে হামলার ছক ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।

### ডার্গেট দিল্লির আন্দোলন

'নিচ' নিয়ে বিতর্কে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দিল্লিতে জোর-দি আন্দোলনের অশান্তির বড় ধরনের ছক ছিল বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। এসটিএফ সূত্রে খবর, এই কাজের জন্য হামিমকে 'টাক' দেওয়া হয়েছিল, পুলিশের ডিসি জোগাড় করার। সেই ডিসি পরে মিলিয়ে বাসেলা পাকিয়ে আন্দোলনকে বিপথে চালনা করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই ছাঁচ সফল হয়নি। সে বিষয়ের বিস্তারিত জানতে হামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেটাবের নাকি, শুধু মুখমন্ত্রী নন, জঙ্গিদের নিশানায় রয়েছে রাজ্যের বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক এবং রাজনৈতিক দলের। তবে, হামিমকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অভেন্তু গতিবিধির উপরে নজর রাখতে। মুখ্যমন্ত্রী ভোটার 'আনগাউডে' থাকতে পারেন কি না, এমন সম্ভাব্য জায়গাগুলির তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল তাকে।

### দেশবিরোধী! অবাক পরিবার

হামিমের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী কাজের অভিযোগ ওঠায় বিস্মিত পরিবারের সদস্যরা। তার বাবা মিনিলদ্দিন মন্ডল বলেন, 'ছেলে হয়তো কোনও অপরাধ করেছে, না হলে পুলিশ কেন ধরবে? অপিয়ার সঙ্গে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, আমরা সেটা জানতাম। একবার ওদের মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। তার পরে হামিম কথা বলা বন্ধ করে দিল অপিয়া আমায় ফোন করেছিল।' তার সংযোজন, 'গত ৪ বছরের মধ্যে আমার ছেলে রাজ্যের বাইরে কোথাও যায়নি। এখন কী ভাবে যন্ত্রর মজা থেকে কাশ্মীরের রেখা সামনে এলো, তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে ও মোবাইল নিয়ে সব সময়ে ব্যস্ত থাকত। অপিয়ার সঙ্গে অনেক সময়ে পিকনিপ অন করে আমাদের সামনেও কথা বলেছে। আমরা ওদের বিয়ে নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করছিলাম।' আমার ছেলের বয়স ২৪। ওর মগজ ধোলাই হয়েছে। ছেলের জীবনের কথা ভেবে সরকার যেন ওকে ক্ষমা করে দেয়।'

## দ্রুত চার্জশিট!

**এই সময়:** মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের মামলায় চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সিবিআই। সব ঠিক থাকলে এ মাসেই মামলার চার্জশিট জমা পড়তে পারে কোর্টে। সাগর সেনকর ও সাহেব সেনকরকে গ্রেপ্তারির পরে তদন্তকারীরা জেনেছেন, কাঁচাই চন্দ্রনাথের গাড়িবিরোধী তথ্য পাচার করতেন। কেন ও কার কাছে তাঁরা তথ্য পাচার করেছিলেন, নেপথ্যে কেউ আছেন কি না, তা খুততের জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে। আগে ধৃতরা মূলত শার্প

## চন্দ্রনাথ খুন

শুটার বা ভিজলম্যান হলেও এই দুই ভাই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার চক্রী বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এক বছর আগেই খুনের পরিকল্পনা হয়। শুটার জোগাড় করা, রেকি থেকে হামলার ছক কষায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল এঁদের। সাগর একটি ল্যান্ডলাইন নম্বর ব্যবহার করে তথ্য পাচার করতেন। যার ভিত্তিতে খুনের পরিকল্পনা হয়।

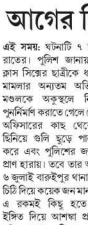

# নিহত প্রভাস: আইসিকে সতর্ক করা হয় আগের দিনই

**এই সময়:** খটনাটি ৭ জুলাই গভীর রাতের। পুলিশ জানায়, বারুইপুরে ক্লাস সিক্সের ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে অকুস্থলে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করাতে গেলে সে এক পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে ভিড় ছুড়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং পুলিশের জবাবি গুলিতে প্রাণ হারায়। তবে তার আগের দিনই, ৬ জুলাই বারুইপুর থানার আইসি-কে চিঠি দিয়ে কয়েক জন মানবাধিকারকর্মী এ রকমই কিছু হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ২০২২ সালের জুলাইয়ের শেষ থেকে থানাসহ বনজলদে লেক পলিশক করতে হবে। একটি লাশনাল অফিসের জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা তৈরি হবে।' এই চিঠিরের এক নেতার কথায়, 'একটি কেন্দ্রীয় অফিস চালাতে গেলে বর্ডামন সময়ে একাধিক কম্পিউটার-সহ বিভিন্ন অ্যাকসেসরিজ প্রয়োজন। অফিস ব্যেয়ারলেস সিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়। সে ব্যবস্থাপনাও হচ্ছে। এত দিন হোটেলে বা গেস্ট হাউসে বৈঠক করতে হয়েছে। এ ভাবে কাজ চালানো সম্ভবপর?

বিদ্রোহী শিবিরের একাকিক নেতার বক্তব্য, গত এক-দেড় মাসে একাকিক বড় মিটিংয়ের ভেন্যু ঠিক করেছেন জাতেশ সেন, সেলিনা কুমারের মতো নেতারা। মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবন বিদ্রোহী শিবিরের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় কার্যত বিদ্রোহী অফিসাকা বৈঠক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন সংলগ্ন পার্টি অফিসে হচ্ছে। ইএম বাইপাসের তপসিয়া সংলগ্ন মূল তৃণমূল ভবন এখনও নির্মীয়মান। তবে হাসে এই ভবনের একটি ঘরে কাজ চালানোর উপযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কি আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতৃত্ব (কালীঘাট শিবির) তপসিয়ার তৃণমূল ভবনের ওই ঘরের সভা করেছেন। সেই বৈঠকে ভাঙ্গায়ন ভবন নেন মমতা।

বিদ্রোহী শিবির মেট্রোপলিটনের সর্বর পর্যায়ের চেয়ে সাজাচ্ছে পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু পরিকল্পনাও ছকে রেখেছে। তৃণমূলের প্রকৃত প্রতিনিধিই কারা করছে— এই স্বচ্ছে নির্বাচন কমিশন এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই শিবিরের এক নেতার বক্তব্য, কমিশনের সিদ্ধান্ত পক্ষে এলে মূল তৃণমূল ভবনও তাঁদের অধিকারে আসবে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পারেন তাঁরা। সদেশে একটি অফিস চেয়ে বিদ্রোহী শিবিরের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এক বিদ্রোহী নেতার কথায়, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। তার উপরে নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ।'

# জেল হেফাজতে মৃত্যু

**এই সময়, বোলপুর:** বোলপুর মহকুমা সংশোধনাগারের হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যু হলো সুমন চক্রবর্তী (৪৮) নামে সন্টিলেকের এক বাসিন্দার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। দেহ ময়না-তদন্তে পাঠানো হয়েছে, পাশাপাশি মৃত্যুর কারণ জানতে পৃথক তদন্তে উদ্যোগী হয়েছে সেখানকার হাসপাতাল।

পুলিশ সূত্রে খবর, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে একাধিক ব্যক্তির থেকে টাকা নিয়েও চাকরি দেননি সুমন চক্রবর্তী। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ, অতিরিক্ত ওজনের কারণে তিনি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে ময়না-তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার আগে মৃত্যুর কারণ নিয়ে মিমাংসা করা যাচ্ছে না। পুলিশ হেফাজত থেকে তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠায় বোলপুর মহকুমা আদালত। ২৪ জুলাই থেকে সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। সেখানে হাঁটা অসুস্থ হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন সুমন। সংশোধনাগারের চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

সংশোধনাগার সূত্রে দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত ওজনের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে ময়না-তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার আগে মৃত্যুর কারণ নিয়ে মন্তব্যে নারাজ তদন্তকারীরা।

# হেলমেট ছিল না, দুর্ঘটনায় মৃত মদ্যপ দুই যুবক

**এই সময়, ডায়মন্ড হারবার:** ডায়মন্ড হারবারের কাছে কেন্দ্র পথ দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন বপন মণ্ডল (৫৫) ও বিমল মণ্ডল (৩৬) নামে দুই মোটরবাইক আরোহী। পুলিশ জানিয়েছে, কারণ হেলমেট ছিল না। শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ ভাঙড়ের গরুবারা গ্রামের বাড়ি থেকে বাদলতা বাজারে একটি অনুষ্ঠানে যান বাপার ওই দুই বর্মী। সেখানে মদ্যপান করে বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক নিয়ে

# বাসন্তী রাজ্য সড়ক

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর

বিরহিলেন দু'জনে। বাদলতা বাজার পেরোনোর পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ রাস্তায় পড়েনাদো একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারেন তাঁরা। দু'জনই ১০-১৫ ফুট ছিটে গিয়ে রাস্তার উপরে ছিটকে পড়েন। মাথায় প্রবল আঘাত লাগে। কলকাতা দেশার কমান্ডের থানার পুলিশ তাঁদের চিকাগজ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রতিবেশী প্রদীপ মণ্ডল জানান, বাপন অবিবাহিত হওয়ায় নিমল বিবাহিত। তাঁর দুই শিশুসন্তান আছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাজ্য সড়কের পাশে ঝোঁ-বড় বেশ কিছু ধাবা আছে। ট্রাক চালকরা গাড়ি থামিয়ে খাওয়াদাওয়া করতে গেলে সড় রাস্তার একটা লিক আটকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘেলেই থাকে।


MEET OUR EXPERTS - APOLLO CHENNAI NEUROLOGY CLINIC @ KOLKATA

Apollo HOSPITALS CHENNAI

CONDITIONS/SYMPTOMS:

- Fits
- Seizures
- Brain tumors
- Cerebral stroke
- Back pain
- Neck pain
- Facial pain
- Stiff back
- Neurological problems

Dr. P. VIJAYA SHANKAR

MD, DM (Neuro)

Fellowship in Movement Disorders (Canada)

Fellowship in Movement Disorders Surgical (Canada)

Fellowship in European Board of Neurology

Consultant Neurologist

Saturday, 08th August 2026

APOLLO HOSPITALS CHENNAI KOLKATA REGIONAL OFFICE, 41A, Room No. 405, 4th Floor, Diamond Prestige Building, Nonapukur Tram Depot, Kolkata - 700 017.

For appointments Call : 80173 63636 / 62922 33636



বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা সঞ্জয় সরকার - কে 30.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78L 65358 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কখনোও অবহিত নাগ্যান্যত জাস্ত্য সটারির সোজাল অফিসারের কাছে পুরস্কার নামক ভাগ্য সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন 'ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতে আমি আমার জীবনে আর্থিক স্থিতিশীলতার সত্ত্বাই পেয়েছি। এটি আমার বার্ধক্যটা কেটে যাবে এবং আমি আমার সুখ ও আর্থিক সহায়তার জন্য ডিয়ার লটারির কাছে ঋণী।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়

* বিজয়ীর স্বত্ব সংক্রান্ত কোনোরকম দেনা সংযুক্ত।



ইউকো ব্যাঙ্ক

কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়

৫, এন.এস.রোড সাউথ, কলকাতা - ৭০০ ০২৬, ফ্যাক্স: ০৩৩-২৩৮১০৭৬৮/ ৪৮৭৩৬৭৬, ই-মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in

UCO BANK

স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ: ১১.০৯.২০২৬

ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (অগ্রিম মূল্য) দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির নিলামের ১ দিন আগে

ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে ব্যাঙ্কের অফ নিলামবিদ্রয়ে আমাদের অনুমোদনপ্রাপ্ত সার্ভিস প্রভাইডার ইন্ডিয়ানে ইন্ডিয়ানে (সংক্ষেপে:ইন্ডি) আগামী, ২০০২ (২০০২-এর ৪ নম্বর) অনুযায়ীনে বন্ধকী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেরফাসি) আইনের ২(১)(জি) অনুসারে নীচে উল্লেখ করা স্থাবর সম্পত্তি/গুলির বিক্রয় করা হবে। বিক্রয় নিয়মাবলি-সহ বিস্তারিত তথ্য: https://www.baanknet.com।

সম্পত্তিগুলির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য সংক্ষিপ্ত মূল্য সংক্রান্ত সাবসংবাদ নিম্নে দেওয়া হল।

নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির সাম্প্রতিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট (১ বছরের আগেকার না) অনুযায়ে, আমাদের চোখে এবং সরাসরিভাবে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ে বিক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহ হওয়া গেছে, ১১.০৯.২০২৬ তারিখে নিলামে বিক্রয় হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত-উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির কাল সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য নিম্ন করে হয়েছে।

| ক্র. সংখ্যা | ক) আর্থিক খাতার নাম ও যোগাযোগের ফোন নম্বর খ) অনুমোদিত ঋণ্ডিত নাম ও নোমোইনা নাম ও ঠিকানা | নিয়ন্ত্রিত/ঋণের নাম ও ঠিকানা ক) ঋণগ্রহীতা: খ) জামিনদার/ স্থবাধিকারীর নাম ও ঠিকানা | ক) দাবির বিস্তৃতির তারিখ, খ) দখলের তারিখ, গ) অনুমোদিত দাবি/গুলির বকেয়া অর্থপরিমাণ | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) অগ্রিম জমার মূল্য (ইএমডি) গ) ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ ও সময় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট শাখা (২২৯৪) ফরুক হুসাব পাত্র ৭৮৩৪৯৯২০২৪ | ক) ঋণগ্রহীতা: পরিমিল কন্সিলাইজ স্থবাধিকারী: শেখ মুস্তাক আহমেদ জামিনদার: পরিমিল সুরানা, নাসরিন বেগম, নাসিম বেগম, মুসরাত বেগম, শেখ মুস্তাক আহমেদ, শেখ সাকিল আহমেদ | ক) ৩১.০৪.২০২১ খ) ২৯.০৪.২০২১ গ) ৬৭,৯৮,৮৭৯.৫৫ টাকা | জমি সহ ঝকঝকে সমস্ত অংশের পরিমাণ হচ্ছে ৪.৫৫ ব কাঠ্যাঁ একই বা সমান্তর অর্ধ পাঁচ শাল বা ১৫৭. আয়তন পরিমাণ ৭৮ বর্গ ফুট (বন্ধিত) পরিমাণ হচ্ছে ৪ কাঠা ৪ ছটাক এবং লাগ না ১৮ আয়তন পরিমাণ না ১৩৫ বর্গ ফুটের (অধিগত পরিমাণ হচ্ছে ৪ ব কাঠ্যাঁ) মৌজা- আহাপাতপুর, জে.এল নং ১৯, খতিয়ান নং ৬৬, রেকিল নং ৬৪৮, খাদা- মহেশতলা রাজিবাব ওয়ার্ড নং ১২, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে (জলা বর্ধমান ৪৩ পরগনা) সম্পত্তিটি (১) পাকিন্স সদনের, (২) কার্পেট রোড, (৩) মহাজন রোড, (৪) দেশবন্ধু রোড, (৫) দেশবন্ধু রোড এবং (৬) শেষ সর্বশেষ আইনের এর নাম হচ্ছে: সম্পত্তির উত্তরে: ৪০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে: লগ বা ১৩৬-এর জমি; পূর্বে: লগ বা ১৩৫-এর জমি; পশ্চিমে: লগ বা ১৩৭-এর জমি | ক) ৪৩,০৩,০০০ টাকা খ) ৪,৩০,০০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ১১.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১০